বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ঃ মুদ্রা ও ব্যাংক

মডেল প্রশ্ন-০১

X নামক দেশটিতে কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা জনসাধারনের নিকট থেকে জামানত সংগ্রহ করে এবং ঋণ প্রদান করে। এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলোর লাগামহীন ঋণ প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারনের ফলে দেশটির দ্রব্যমূল্য প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। যা নিয়ন্ত্রনে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজার নীতি ও ব্যাংক খোলা বাজার নীতি ও ব্যাংক হার পরিবর্তনের নীতি গ্রহণ করেছে।

ক) মুদ্রা কী? ১

খ) অর্থের ফটকা চাহিদা সুদের হারের উপর নির্ভর করে-ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃতি-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনে গৃহীত পদ্ধতিটির হতিয়ার গুলোর তুলনামূলক কার্যকারিতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রঃ উঃ ক

যে বস্তু বিনিময়ের মাধ্যমে দেনা পাওনা গ্রহনযোগ্য এবং যা মূল্যের পরিমাপক স্থগিত লেনদেনের মান ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে তাকে মুদ্রা বলে।

১নং প্রঃ উঃ খ

ফটকা কারবারের উদ্দেশ্য ফটকা কারবারি যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে রাখতে চায় তাকে মুদ্রার ফটকা চাহিদা বলে।

কিছু বাড়তি লাভের প্রত্যাশায় ঋণপত্রে অর্থ খাটানোকে ফটকা কারবার বলে। তাই অর্থের ফটকা চাহিদা বাজার সুদের হারের উপর নির্ভর করে।

সুদের হার বেশি হলে ফটকা চাহিদা কম হয় কারন তখন ঋণপত্র থেকে প্রাপ্ত মুনাফার চেয়ে অর্থ ধার দিয়ে বেশি আয় হয়। সুদের হার কমলে মুদ্রার ফটকা চাহিদা বেশি হয়। কারন তখন নগদ অর্থ ধার দিয়ে যে আয় তার চেয়ে ঋণপত্র থেকে প্রাপ্ত আয় বেশি।

১নং প্রঃ উঃ গ

উদ্দীপকে উল্লিখিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক।

যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে তাদের সঞ্চয় আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদেরকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয় তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

এই প্যারাতে আমানত গ্রহণ ও ঋণদান পদ্ধতি এই দুটি কার্যক্রম ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক ব্যাংকেকেই উপস্থাপন করে তা ব্যাখ্যা করতে হবে।

১নং প্রঃ উঃ ঘ

উদ্দীপকের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিমাণ গত ঋণ নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সৃষ্ট ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে সব পদ্ধতি প্রয়োগ করে তা হলো পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রনে ২ ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। পরিমানগত পদ্ধতি ও গুনগত পদ্ধতি।

পরিমানগত পদ্ধতির হাতিয়ার গুলো হলো ব্যাংক হার নীতি খোলা বাজার নীতি ও নগদ জমার হার পরিবর্তন। উদ্দীপকে যেহেতু দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রনে ব্যাংক হার ও খোলা বাজার নীতি ব্যবহার করা হয়েছে তাই বলা যায়-এক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রনে পরিমাণগত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

এই প্যারায় খোলা বাজার নীতি, ব্যাংক হার পরিবর্তন নীতি ও নগদ জমার হার করা যায় লিখতে হবে। এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে হাতিয়ার গুলোর কোনটির প্রয়োগ বেশি সুবিধা জনক সংক্ষেপে লিখতে হবে।

(*** ঋণ নিয়ন্ত্রনের হাতিয়ার গুলোর তুলনামূলক কার্যকারিতা টপিক হতে লিখতে হবে সংক্ষেপে)

মডেল প্রশ্ন-০২

মিসেস রাহেলা তার বাবাকে প্রতি মাসে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠাতেন। একদিন সাপ্তাহিক ছুটির দিনে জরুরি প্রয়োজনে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে পারলেন না। অতঃপর তিনি পাশের দোকান থেকে bkash করলেন। এছাড়া মিসেস রাহেলা বর্তমানে ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে চেকের পরিবর্তে ATM কার্ড ব্যবহার করেন।

ক) মুদ্রার যোগান কী? ১

খ) মুদ্রার মূল্য বলতে কী বোঝ? ২

গ) উদ্দীপকে দোকানের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে কোন ব্যাংক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে মিসেস রাহেলার টাকা উত্তোলনে ব্যবহৃত ব্যাংকিং পদ্ধতিটি ব্যাংকিং সেবার মানোন্নয়নে খুবই কার্যকরী- বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রঃ উঃ ক

মুদ্রার যোগান হলো জনগনের হাতের মুদ্রা, ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত ও মেয়াদি আমানতের সমষ্টি।

২নং প্রঃ উঃ খ

অর্থের ক্রয়ক্ষমতাকে মুদ্রার মূল্য বলে।

মুদ্রার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। মুদ্রা দ্বারা পণ্যও সেবা ক্রয় করা যায়। এজন্য মুদ্রার মূল্য পণ্য সামগ্রীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ পণ্যরা সেবা ক্রয় করা যায় তাকে মুদ্রার মূল্য বলে। যেমন- ১ কেজি চালের দাম ২০ টাকা হলে, ২০ টাকা মুল্য ১ কেজি চাল। এক্ষত্রে,

$$১ \text{ টাকা} = \frac{১}{২০} \text{কেজি চাল}$$

সুতরাং value of money , $V_M = \frac{1}{P}$

২নং প্রঃ উঃ গ

উদ্দীপকে ব্যবহৃত ব্যাংকিং পদ্ধতিটি হলো মোবাইল ব্যাংকিং।

এই প্যারায় মোবাইল ব্যাংকিং কি লিখতে হবে। উদাহরণ দিতে হবে।

এই প্যারায় মোবাইল ব্যাংকিং কিভাবে কাজ করে এবং এর সেবাসমূহ উল্লেখ করতে হবে।

উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে মিল রেখে উপসংহার লিখতে হবে।

২নং প্রঃ উঃ ঘ

উদ্দীপকে ব্যবহৃত ব্যাংকিং পদ্ধতিটি হলো অনলাইন ব্যাংকিং।

এই প্যারায় অনলাইন ব্যাংকিং কি?, অনলাইন ব্যাংকিং প্রক্রিয়াটি লিখতে হবে।

উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে মিল রেখে ব্যাখ্যা লিখতে হবে।

এই প্যারায় অনলাইন ব্যাংকিং এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে হবে।

মডেল প্রশ্ন-০৩

মি. কবির একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। যা দেশের ঋণ তদারকি, বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রা প্রচলন অর্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ ইত্যাদি কাজ করে। এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী মি. কবিরের দেশের মোট বিহিত মুদ্রার পরিমাণ= 5000 ও মুদ্রার প্রচলন গতি=4, ব্যাংক শৃষ্ট মুদ্রার পরিমান=3000, এবং প্রচলন গতি=4, লেনদেনের পরিমাণ=4000।

ক) বিহিত মুদ্রা কী? ১

খ) জনগনের আয় বৃদ্ধি পেলে অর্থের চাহিদা হ্রাস পায়-ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে মি. কবিরের প্রতিষ্ঠানটি কি ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান?-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) সময়ের পরিবর্তনে বিহিত মুদ্রা ও ব্যাংক শৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ হলে- উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ফিশারের বিনিময় সমীকরণের সাহায্যে দামস্তর নির্ণয় পূর্ব অর্থের মূল্যের উপর এর প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ৪

৩নং প্রঃ উঃ ক

দৈনন্দিন লেনদেনে জনগ বিনিময়ের যে মাধ্যম ব্যবহার করতে আইনত বাধ্য থাকে তাকে বিহিত মুদ্রা বলে।

৩নং প্রঃ উঃ খ

একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগন বিভিন্ন প্রয়োজনে যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে মুদ্রা চাহিদা বলে। মুদ্রার লেনদেন ও সর্তকতা মূলক চাহিদা সরাসরি আয়ের উপর নির্ভরশীল। যে পরিবারে আয় বেশি তার লেনদেনের প্রয়োজন বেশি। আবার আয় বেশি হলে পরিবারের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বেশি ভাবনা হয়। এই জন্য আয় বেশি হলে মুদ্রার চাহিদা ও বেশি।

৩নং প্রঃ উঃ গ

উদ্দীপকে উল্লেখিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

এই প্যারায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী লিখতে হবে।

উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে মিল রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে হবে।

৩নং প্রঃ উঃ ঘ

ফিশারের বিনিময় সমীকরণ হলো: $PT= MV+M`V`$

ফিশারের মতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থে চাহিদা ও যোগান সমান। অর্থের চাহিদা নির্ভর করে ক্রয় বিক্রয় (T) এবং দাম (P) এর উপর।

∴ অর্থের চাহিদা $P\times T$

এবং অর্থের যোগান হলো মোট বিহিত মুদ্রা এবং ঋণ পত্রের পরিমাণ ও নোটের প্রচলন গতির গুণফলের সমান।

অর্থাৎ

অর্থের যোগান, $MV+M`V`$

$$PT= \frac{MV+M`V`}{T}$$

$$= \frac{(5,000\times4)+(3,000\times4)}{4000}$$

$$= \frac{20,000+12,000}{4,000}$$

∴ $P= 8.$ ∴ $V_M= \frac{1}{P} = \frac{1}{8}$

বিহিত মুদ্রাও ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রা দ্বিগুণ করা হলে

$$P = \frac{(10,000\times4)+(6,000\times4)}{4,000}$$

$$= \frac{40,000+24,000}{4,000}$$

∴ $P=16.$ ∴ $V_M= \frac{1}{16}$

ফিশারের তত্ত্ব অনুযায়ী,

V ও T স্থির অবস্থায় M ও M` বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হলে দামস্তর ও বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়। তখন অর্থের মূল্য হ্রাস পায়।

যেহেতু

$$VM= \frac{1}{8} > \frac{1}{16}$$

সুতরাং, উদ্দীপকে M এর মান পেয়ে অর্ধেক হবে।

মডেল প্রশ্ন-০৪

একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা এবং প্রয়োজনীয় রিজার্ভের হার ৫%। নিয়ন্ত্রনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভের হার বৃদ্ধি করে ১৫% করেছে।

ক) ব্যাংক হার কী? ১

খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক কে ঋনের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ২

গ) উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ঋণ আমানতের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে অর্থনীতিতে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হতে পারে এবং তা মুদ্রাস্ফীতি রোধে কীভাবে সহায়ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রঃ উঃ ক

যে সুদের হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলোকে ঋণ দেয় তাকে ব্যাংক হার বলে।

৪নং প্রঃ উঃ খ

এই প্যারায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা লিখবে।

তালিকাভুক্ত ব্যাংক সমূহ যে কোনো কারনেই আর্থিক সংকটে পড়তে পারে। এ সময় ব্যাংকগুলো যখন অন্য কোন উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ ব্যর্থ হয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সরবরাহে এগিয়ে আসে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলে।

৪নং প্রঃ উঃ গ

প্রাথমিক আমানতের ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহ সৃষ্ট আমানত সৃষ্টি করে যে ঋণদান কার্যক্রম চালিয়ে যায় তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া বলে। এই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক আমানতের কয়েকগুন বেশি ঋণ সৃষ্টি হয়।

এই প্যারায় প্রাথমিক আমানগত সৃষ্ট আমানতের সংজ্ঞা লিখতে হবে।

উদ্দীপকে প্রথমে ব্যাংকের প্রাথমিক আমানত ১,০০,০০০ টাকা এবং বৈধ রিজার্ভ ৫% হলে মোট আমানতের পরিমাণ

১,০০,০০০×৫%=৫০০০

এখানে রির্জাভের পরিমাণ ৫০০০

∴সৃষ্ট আমানত (১,০০,০০০-৫০০০)

= ৯৫,০০০

∴ ১,০০,০০০+৯৫,০০০+৯০,২৫০+.....=০

$= ১,০০,০০০+১,০০,০০০\left(\frac{৯৫}{১০০}\right)+১,০০,০০০\left(\frac{৯৫}{১০০}\right)^{২}+.....+১,০০,০০০\left(\frac{৯৫}{১০০}\right)^{n-1}$

$= ১,০০,০০০\{১+\left(\frac{৯৫}{১০০}\right)+\left(\frac{৯৫}{১০০}\right)^{২}+.....+\left(\frac{৯৫}{১০০}\right)^{n-1}\}$

$= ১,০০,০০০\left[\frac{১}{১-\frac{৯৫}{১০০}}\right]$

$= ১,০০,০০\left[\frac{১}{\frac{৫}{১০০}}\right]$

= ১,০০,০০০×২০

= ২০,০০,০০০

সুতরাং দেখা যায়, সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থায় প্রাথমিক আমানতের অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকার ২০ গুন তথা ২০,০০,০০০ টাকার আমানত সৃষ্টি করা হয়েছে যার মধ্যে ৯৫% অর্থাৎ ১৯,০০,০০০ টাকা হলো সৃষ্ট ঋণ।

৪নং প্রঃ উঃ ঘ

উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে দেশে ঋণের পরিমাণ কমবে।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত অবস্থায় রিজার্ভের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা কমে যায়। এমন ধারনার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিধিবদ্ধ রিজার্ভ ৫% থেকে বাড়িয়ে ১৫% করলে ঋণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তা প্রভাব ফেলবে।

এই প্যারায় প্রাথমিক আমানত ১,০০,০০০ টাকা ও রিজার্ভের হার ১৫% ধরে ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির হিসাবটি পূর্বের মতো করতে হবে।

এক্ষেত্রে মোট প্রাথমিক আমানত ৬,৬৬,৬৬৬.৬০ ও সৃষ্ট ঋণ হলো এর ৫৮% অর্থাৎ ৫,৬৬,৬৬৬.৬৭।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে নগদ জমার হার হ্রাস-বৃদ্ধি করে ঋনের পরিমান হ্রাস-বৃদ্ধির মাধমে মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রন করে তা ব্যাখ্যা করে।

উপসংহারে লিখতে হবে, রিজার্ভের হার ৫%-১৫% করায় দেশে মোট ঋণের পরিমাণ কমেছে যা মুদ্রাস্ফীতি রোধে সহায়ক।

বি.দ্র.- এই প্যারায় উত্তর লিখতে ২য় পত্রের মুদ্রাস্ফীতি অধ্যায়ের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রনের উপায় এই টপিকের সাহায্য নিতে পার।

মডেল প্রশ্ন-০৫

রুনা ও লাকী দুই বোন। সম্প্রতি রুনা '==' ব্যাংকে যোগদান করেন যেটি দেশের মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট। অন্যদিকে, লাকী '==' ব্যাংকে যোগদান করে যা আমানত গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনে ঋণদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করে। কার্যাবলি ভিন্ন হলেও লাকীর কর্মরত ব্যাংককে রুনার কর্মরত ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকতে হয়।

ক) অসীম বিহিত মুদ্রা কী? ১

খ) মুদ্রা হচ্ছে ঋণ পরিশোধের সবর্জনগ্রাহ্য উপায়-ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে রুনা ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংকে কর্মরত?-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে লাকীর কর্মরত ব্যাংকটি রুনার ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকার যৌক্তিকতা-বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রঃ উঃ ক

যে বিহিত মুদ্রা দিয়ে যে কোনো পরিমাণ লেনদেন করা যায় এবং দেনা পাওনা পরিশোধে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে তাকে অসীম বিহিত মুদ্রা বলে।

৫নং প্রঃ উঃ খ

যে বস্তু বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে সকলের নিকট গ্রহনযোগ্য তাকে মুদ্রা বলে।

মুদ্রা ভবিষ্যত দেনা পাওনা মেটানো বা ঋণ পরিশোধের মান হিসেবে কাজ করে। মুদ্রার মূল্য দ্রুত পরিবর্তন শীল নয় বলে বর্তমানে এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের মূল্য ভবিষ্যতে পরিশোধের জন্য স্থগিত রাখা হয়। অর্থাৎ, ঋণদাতা মুদ্রার মাধ্যমে ঋণ দেয় ঋণগ্রহীতা মুদ্রার মাধ্যমে তা সহজেই পরিশোধ করে।

৫নং প্রঃ উঃ গ

উদ্দীপকে রুনা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মরত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা

উদ্দীপকের বর্ণনা সাথে মিলিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে হবে।

৫নং প্রঃ উঃ ঘ

উদ্দীপকে লাকী বাণিজ্যিক ব্যাংকে কর্মরত।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা

উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে ব্যাংকের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে হবে।

দেশে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকা অন্তভুক্তিতে বাধ্য।

এই প্যারায়--বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে তা ব্যাখ্যা করতে হবে।